কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 AUG 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ২ ......

নামিদামি কলেজে এখনো আসন খালি

কিছু কলেজ ফিরিয়ে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের

জটিলতা কাটাতে ২০ আগস্ট থেকে টিসি

শরীফুল আলম সুমন ▷

তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশের পরও নামিদামি অনেক কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে আসন খালি রয়েছে। তারা শিক্ষার্থী চেয়ে ঢাকা বোর্ডে ধরনা দিচ্ছে। আবার কিছু কলেজে তৃতীয় মেধাতালিকায় নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী পাঠানো হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি না করে ফেরত পাঠিয়েছে। এসব শিক্ষার্থীও ধরনা দিচ্ছে ঢাকা বোর্ডে। তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, জটিলতা কাটাতে আজ সোমবার থেকে বাদ পড়া সবাই অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। সব শিক্ষার্থীকে ১০টি কলেজ পছন্দ করতে বলা হয়েছে।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, তৃতীয় মেধাতালিকার জন্য আবেদন করার কথা ছিল প্রায় দুই লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর। কিন্তু আবেদন করেছে এক লাখ ৯ হাজার ১৪৬ জন। এ জন্য অনেক কলেজকে শিক্ষার্থী দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবার অন্যান্য বছর বিজ্ঞান থেকে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় যেতে চাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকে। কিন্তু এবার তাও কম। আর তৃতীয় মেধাতালিকায় আবেদন করেও ৫০৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়ন পায়নি। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই জিপিএ ৫ পাওয়া।

আন্তশিক্ষা বোর্ড এসব জটিলতা কাটাতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ থেকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে অনলাইনে চতুর্থ মেধাতালিকার জন্য সবাই আবেদন করতে পারবে। তবে যারা আগে একবারও আবেদন করেনি তাদের ফি দিতে হবে। আর যারা আগে আবেদন করেছে, তারা পুরনো পাসওয়ার্ড দিয়েই ফি ছাড়া আবেদন করতে পারবে। এর ফল ২৩ জুলাই প্রকাশ করা হবে। তারা বিলম্ব ফি ছাড়াই ২৫ ও ২৬ জুলাই ভর্তি হতে পারবে। প্রতিবছর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে টিসি দেওয়া হলেও এবার ২০ আগস্ট থেকেই টিসি দেওয়া হবে। যারা কলেজ পরিবর্তন করতে চায়, তারা টিসি নিয়ে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে।

গত শনিবার তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশের পর গতকাল রবিবার যথারীতি ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে ছিল শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী পাঠানোয় অনেক কলেজই তাদের ভর্তি করেনি। এ ছাড়া যে ৫০৭ জন শিক্ষার্থী তৃতীয় মেধাতালিকায় আবেদন করেও মনোনীত হয়নি তাদের প্রায় সবাই এসেছিল। অনেক কলেজে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে না চাইলেও জোর করে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের নিশ্চয়ন করেছে—এ ধরনের অভিযোগও ছিল অনেক।

তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশের পর রাজধানীর অনেক নামিদামি কলেজ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষায় ছাত্র খুঁজে পায়নি। ঢাকা সিটি কলেজে কমার্সে আসনসংখ্যা এক হাজার ৬০০। সেখানে ৬৫০টি আসন ফাঁকা থাকলেও তৃতীয় তালিকায় পাঠানো হয়েছে মাত্র ১৭ জনকে। ওই কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. শাজাহান গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অনলাইন সিস্টেমটা ভালো, কিন্তু এবার প্রপারলি হ্যান্ডেল হয়নি। আবার নটর ডেম, হলিক্রস আগেই তাদের ভর্তি শেষ করেছে। আমরা বোর্ডকে শিক্ষার্থী সংকটের কথা জানিয়েছি।'

ঢাকা কমার্স কলেজেও প্রায় এক হাজার আসন শূন্য। অথচ তারা ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য বিশেষায়িত কলেজ। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে মানবিকে প্রায় আড়াই শ আসন শূন্য আছে।

একদিকে আসন শূন্য, অন্যদিকে অনেক কলেজে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী। রাজধানীর ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে তৃতীয় মেধাতালিকায় পাঠানো হয়েছে ২০ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু সাতজনকে ভর্তি করার পর বাকিদের ফেরত পাঠিয়েছে কলেজটি। হারম্যান মেইনার কলেজে ৩১ জনকে পাঠানো হয়েছে। অথচ তারা আসন শূন্য নেই বলে একজনকেও ভর্তি করায়নি। আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের জন্য ২০ জন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করা হয়েছে। তারা ছয়জনকে ভর্তি করে বাকিদের ফেরত পাঠিয়েছে। কল্যাণপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২২ জনকে পাঠানো হলেও আসন শূন্য না থাকায় একজনকেও ভর্তি করা হয়নি।

ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন কালের কণ্ঠকে এ বিষয়ে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা যদি মানবিক বা ব্যবসায় আবেদন না করে তাহলে আমরা তাদের মনোনীত করব কিভাবে? যেহেতু নামিদামি কলেজে আসন খালি রয়েছে, তাই যদি কেউ বিভাগ বদলে ওই সব কলেজে ভর্তি হতে চায় তাহলেও আমরা সুযোগ দেব। আর জিপিএ ৫ প্রাপ্ত যেসব শিক্ষার্থী এখনো কলেজ খুঁজে পায়নি তারা আবার কয়েকটির মধ্যে তাদের পছন্দ সীমাবদ্ধ রেখেছে।'

ভর্তি হতে না চাইলেও কিছু কলেজ শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করে দিচ্ছে। গতকাল ঢাকা বোর্ডে কথা হয় শাওন আহমেদের মা নূরজাহান বেগমের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছেলে ভুল করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল কলেজের বদলে উত্তরা রেসিডেনসিয়াল কলেজ পছন্দ করেছে। আর তৃতীয় মেধাতালিকায় ১০টি পছন্দের মধ্যে ওই কলেজের জন্যই আমার ছেলেকে মনোনীত করা হয়েছে। অথচ আমরা ওখানে ভর্তি হতে চাই না। আর ওই কলেজ কর্তৃপক্ষ গত শনিবার থেকে আমাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। বোর্ড অবশ্য পরে ট্রান্সফার হতে বলেছে। কিন্তু উত্তরা রেসিডেনসিয়ালে ভর্তি হতে এখন ৩০ হাজার টাকা লাগবে। এত টাকা দিয়ে কিভাবে ভর্তি করাব।'

আফজাল হোসেন মুন্না নামের এক শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমি তথ্যের জন্য আমেরিকান কলেজে গিয়েছিলাম। অথচ তারা আমাকে জোর করে ভর্তি করে নিয়েছে। এখন আমাকে টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি এই কলেজে ভর্তিই হতে চাই না।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফি না দিলেও তাদের সম্মতি ছাড়া অনেক কলেজ ভর্তি নিশ্চয়ন করেছে, এমন অভিযোগ আমাদের কানেও এসেছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ওই সব কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'